দৈনিক
ইত্তেফাক

5 JAN 2017

কমিটি দ্বন্দ্বে মানিকপুর সরকারি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার্থীরা বই পায়নি

■ ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

মানিকপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১১১ জন শিক্ষার্থী কমিটির দ্বন্দ্বে বই না পাওয়ায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে চরম ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, গত বছরের ২৮ অক্টোবর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও এলাকার লোকজন মিলে তোফাজ্জল হোসেনকে সভাপতি করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি করে। এ নিয়ে দ্বন্দ্ব হওয়ায় কমিটির বিরোধী পক্ষ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বাড়ি গিয়ে বই নিতে নিষেধ করায় ভয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বই নিতে আসেনি। এব্যাপারে প্রথম শ্রেণির এক ছাত্রীর বাবা জন্টু দাস বলেন, এলাকার মাতব্বর ও মেম্বারের লোকজন নিষেধ করায় কোনো শিক্ষার্থী বই আনতে যায়নি। প্রধান শিক্ষক মো. মামুনুর রসীদ বলেন, আমরা বই দিতে সারাদিন স্কুলে অবস্থান করি কেউ বই নিতে আসেনি আর কিছু শিক্ষার্থীকে ডেকে এনে বই দিলেও তারা বারান্দায় বই রেখে চলে যায়। স্থানীয় মেম্বার মোক্তার হোসেন ও নিরঞ্জন দাস অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, কমিটি নিয়ে দ্বন্দ্ব থাকায় শিক্ষার্থীরা বই নেয়নি, তবে আমরা কাউকে নিষেধ করি নি। উপজেলা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা জাহাঙ্গির আলম বুলবুল বলেন, আমরা নির্দিষ্ট টাইমে স্কুলে বই পৌঁছে দিয়েছি। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আক্তার উন নেছা শিউলি বলেন, অভিযোগ পেয়েছি। শিক্ষার্থীদের হাতে দ্রুত বই তুলে দেওয়া হবে এবং এর সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বাউফলে সব বই না পাওয়ায় ক্ষোভ

বাউফল (পটুয়াখালী) সংবাদদাতা জানান, বাউফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির গণিত, তৃতীয় শ্রেণির গণিত, বিজ্ঞান, ৪র্থ শ্রেণির গণিত, বিজ্ঞান এবং ৫ম শ্রেণির সমাজ, বিজ্ঞান, মাধ্যমিক পর্যায়ের নবম শ্রেণির বিজ্ঞান শাখার উচ্চতর গণিত, জীব বিজ্ঞান, মানবিক শাখার পৌরনীতি বই পায়নি শিক্ষার্থীরা। মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা কোনো বই পায়নি। এব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অলি আহাদ জানান, নবম শ্রেণির গ্রুপ নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়ায় সব বই বিতরণ করা হয়নি। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা রিয়াজুল হক বলেন, কুয়াশার কারণে ফেরি আটকে পড়ায় সব বই বিতরণ করা যায়নি। এদিকে নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ঘটা করে বই বিতরণ উৎসবের নামে আমাদের কাছ থেকে ২০০/৫০০ টাকা চাঁদা আদায় করে শেষ পর্যন্ত সব বই দিতে পারেনি প্রশাসন।